The New Age



Haji Muhammad Muhsin Hall Debating Club organises the closing ceremony of the debate competition titled 'MHDC DIALEXIS 1.0' at the hall auditorium in Dhaka University on Sunday. — Press release

আজকালের খবর



ঢাবি মুহসীন হল বিতর্ক প্রতিযোগিতায় স্বাস্থ্য অর্থনীতি ইনস্টিটিউট চ্যাম্পিয়ন

ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয় হাজী মুহম্মদ মুহসীন হল ডিবেটিং ক্লাব আয়োজিত 'MHDC DIALEXIS 1.0' শীর্ষক বিতর্ক প্রতিযোগিতায় 'স্বাস্থ্য অর্থনীতি ইনস্টিটিউট ডিবেটিং ক্লাব' চ্যাম্পিয়ন হয়েছে। ডিবেটার অব দ্য ফাইনাল এবং ডিবেটার অব দ্য টুর্নামেন্ট হওয়ার গৌরব অর্জন করেছেন স্বাস্থ্য অর্থনীতি ইনস্টিটিউট ডিবেটিং ক্লাবের রিদওয়ান মুহসীন। প্রতিযোগিতার অন্য ফাইনালিস্ট ক্লাবগুলো হল- এথেনিয়াম ডিবেট ফোরাম (এডিএফ), বিতর্ক -একটি তার্কিক সংগঠন (বিইটিএস) ও শহীদুল্লাহ্ হল ডিবেটিং ক্লাব (এসএইচডিসি)। ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয়ের উপাচার্যের লগিন মাহিত্বে নিয়োজিত প্রো-ভাইস চ্যান্সেলর (প্রশাসন) অধ্যাপক ড. সায়মা হক বিদিশা শুক্রবার ১ ফেব্রুয়ারি ২০২৬ রবিবার সন্ধ্যায় হাজী মুহম্মদ মুহসীন হল মিলনায়তনে সমাপনী অনুষ্ঠানে প্রধান অতিথি হিসেবে উপস্থিত থেকে বিজয়ীদের হাতে পুরস্কার তুলে দেন। হাজী মুহম্মদ মুহসীন হল ডিবেটিং ক্লাবের সভাপতি সাদ আরমান সাজিত্যের সভাপতিত্বে অনুষ্ঠানে হলের প্রাধ্যক্ষ অধ্যাপক ড. মো. সিরাজুল ইসলাম, হল ডিবেটিং ক্লাবের মডারেটর হারুন-অর রশিদ, ঢাকা ইউনিভার্সিটি ডিবেটিং সোসাইটির সভাপতি জুবায়ের মোশেদ, সাধারণ সম্পাদক রাশীদ আনন্দ, হল সংসদের ভিপি সালিক মোশেদ ও এডিএফ আব্দুল মজিদ বক্তব্য রাখেন। হাজী মুহম্মদ মুহসীন হল ডিবেটিং ক্লাবের সাধারণ সম্পাদক মো. মুজাহিদুল ইসলাম অনুষ্ঠান সঞ্চালনা করেন। বিস্তারিত

দৈনিক শিক্ষাডটকম

ঢাবিতে তিন দিনব্যাপী আন্তঃধর্মীয় সম্প্রীতি বিতর্ক উৎসব

দৈনিক শিক্ষাডটকম, ঢাবি

প্রকাশিত: ০২ ফেব্রুয়ারি, ২০২৬ ০৬:৩৬ অপরাহ্ন



ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয়ে (ঢাবি) শুরু হয়েছে তিন দিনব্যাপী আন্তঃধর্মীয় সম্প্রীতি বিতর্ক উৎসব। দেশের বিভিন্ন বিশ্ববিদ্যালয়ের শিক্ষার্থীরা উৎসবে অংশ নিয়েছেন। সোমবার (২ ফেব্রুয়ারি) 'সংলাপের খিড়কিতে দেখি/ সভ্যতার সম্মিলন' স্লোগানকে সামনে রেখে বিশ্ববিদ্যালয়ে ছাত্র-শিক্ষক কেন্দ্রে এ আয়োজন করা হয়েছে।

বিতর্ক উৎসবের উদ্বোধন করেন প্রধান অতিথি ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয়ের উপাচার্যের রুটিন দায়িত্বে নিয়োজিত প্রো-ভাইস চ্যান্সেলর অধ্যাপক ড. সায়মা হক বিদিশা। বিশ্ব আন্তঃধর্মীয় সম্প্রীতি সপ্তাহ উদযাপনের অংশ হিসেবে ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয় আন্তঃধর্মীয় ও আন্তঃসাংস্কৃতিক সংলাপ কেন্দ্র এবং বিশ্ব ধর্ম ও সংস্কৃতি বিভাগ যৌথভাবে এই বিতর্ক উৎসব আয়োজন করেছে। ওয়ার্ল্ড রিলিজিয়ন্স ডিবেটিং ক্লাবের সহযোগিতায় এই উৎসব আয়োজন করা হয়েছে।

ওয়ার্ল্ড রিলিজিয়ন্স ডিবেটিং ক্লাবের সভাপতি রিফাহ তাসনিয়া জামানের সভাপতিত্বে অনুষ্ঠানে বাংলাদেশ ইনস্টিটিউট অব ইসলামিক থট (বিআইআইটি)-এর মহাপরিচালক অধ্যাপক ড. এম আব্দুল আজিজ, বিশ্ব ধর্ম ও সংস্কৃতি বিভাগের চেয়ারম্যান অধ্যাপক ড. মো. আবু সায়েম, আন্তঃধর্মীয় ও আন্তঃসাংস্কৃতিক সংলাপ কেন্দ্রের পরিচালক অধ্যাপক ড. মোহাম্মদ ইলিয়াছ, ওয়ার্ল্ড রিলিজিয়ন্স ডিবেটিং ক্লাবের মডারেটর ড. মুহা. আবদুল্লাহ আল মাহমুদ এবং ঢাকা ইউনিভার্সিটি ডিবেটিং সোসাইটির সভাপতি জুবায়ের হোসেন ও সাধারণ সম্পাদক রাগীব আনজুম বিশেষ অতিথির বক্তব্য দেন। ক্লাবের সাধারণ সম্পাদক মো. আবরার হোসেন অনুষ্ঠান সঞ্চালন করেন।

অধ্যাপক ড. সায়মা হক বিদিশা বলেন, বর্তমান ডিজিটালাইজেশনের যুগে মানুষের সঙ্গে মানুষের সম্পর্ক দুর্বল হয়ে যাচ্ছে। পরস্পরের মধ্যে দূরত্ব তৈরি হচ্ছে এবং সম্পর্কের অবনতি ঘটছে। বিতর্ক চর্চার মাধ্যমে মানুষের সঙ্গে মানুষের সম্পর্কের উন্নয়ন এবং সমাজে সম্প্রীতি ও

2/3/26, 12:09 PM

তিনি বলেন, একজন শিক্ষার্থীর সাফল্যের সঙ্গে তার পরিবারের স্বপ্ন ও সামাজিক মর্যাদা ওতপ্রোতভাবে জড়িত। তাই পারিবারিক স্বপ্ন পূরণ ও সামাজিক মর্যাদা বৃদ্ধির লক্ষ্যে সময়ের সদ্ব্যবহার করতে হবে। প্রতিষ্ঠানের সুনাম বজায় রেখে সুনাগরিক হিসেবে গড়ে ওঠার জন্য তিনি শিক্ষার্থীদের প্রতি আহ্বান জানান।

অনুষ্ঠানে আন্ডারগ্র্যাজুয়েট প্রোগ্রামের বিভিন্ন বর্ষের পরীক্ষায় সর্বোচ্চ সিজিপিএ অর্জনকারী তিন জন শিক্ষার্থীকে পুরস্কৃত করা হয়। শিক্ষার্থীরা হলেন- নাফিসা তাবাসুম নিহা, ফাহিমা হক আফনান এবং মেহবুবা চৌধুরী।

The Bangladesh Today



A grant of Tk 1 million 8 thousand has been provided to 48 teachers from various departments under the Faculty of Science of Dhaka University for the purchase of educational and research material.
Photo: Courtesy

Public Relations Office
University of Dhaka
Dhaka-1000, Bangladesh
Phone: 55167719
E-mail: publicrelations@du.ac.bd

জনসংযোগ অফিস
ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয়
ঢাকা- ১০০০, বাংলাদেশ
ফোন : ৫৫১৬৭৭১৯

২০ মাঘ ১৪৩২

DU in Media

03 February 2026

কালের কণ্ঠ

আনোয়ারউল্লাহ চৌধুরী ঢাবিতে প্রফেসর ইমেরিটাস

ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয় প্রতিনিধি ▷



আনোয়ারউল্লাহ চৌধুরী

অধ্যাপক ড. আনোয়ারউল্লাহ চৌধুরীকে ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয়ে 'প্রফেসর ইমেরিটাস' হিসেবে নিয়োগ দেওয়া হয়েছে। সম্প্রতি বিশ্ববিদ্যালয় কর্তৃপক্ষ এ নিয়োগ দেয়।

আনোয়ারউল্লাহ চৌধুরী ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয়ের নৃবিজ্ঞান বিভাগের সঙ্গে যুক্ত আছেন। নৃবিজ্ঞান বিভাগের পক্ষ থেকে আনোয়ারউল্লাহ চৌধুরীকে অভিনন্দন ও শুভেচ্ছা জানানো হয়েছে। বিভাগের চেয়ারম্যান অধ্যাপক রফিউল ইসলাম এক বার্তায় বলেন, অধ্যাপক আনোয়ারউল্লাহ চৌধুরীর দীর্ঘ শিক্ষাজীবন ও একাডেমিক অবদান বিভাগের জন্য গর্বের। তিনি বিভাগের সঙ্গে যুক্ত থাকবেন এবং শিক্ষার্থী ও সহকর্মীদের সঙ্গে মতবিনিময়ের সুযোগ তৈরি হবে।

আজকালের খবর

ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয়ের প্রফেসর ইমেরিটাস হিসেবে নিয়োগ পেলেন শিক্ষাবিদ অধ্যাপক ড. চৌধুরী মাহমুদ হাসান



বাংলাদেশের ফার্মাসিউটিক্যাল শিক্ষা, গবেষণা ও নীতিনির্ধারণে অধ্যাপক ড. চৌধুরী মাহমুদ হাসান একটি উজ্জ্বল ও সুপ্রতিষ্ঠিত নাম। ঔষধি উদ্ভিদ গবেষণা ও ফাইটোকেমিস্ট্রিতে অসামান্য অবদানের মাধ্যমে তিনি আন্তর্জাতিক অঙ্গনেও বাংলাদেশের প্রতিনিধিত্ব করেছেন। ১৯৫৩ সালের ৩১ আগস্ট জন্মগ্রহণকারী ড. চৌধুরী মাহমুদ হাসান ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয় থেকে বি. ফার্ম. (অনার্স) ও এম. ফার্ম. (থিসিস গ্রুপ) ডিগ্রি অর্জন করেন যথাক্রমে ১৯৭৩ ও ১৯৭৪ সালে (পরীক্ষা অনুষ্ঠিত হয় ১৯৭৫ ও ১৯৭৬ সালে)। উভয় পরীক্ষায় তিনি প্রথম শ্রেণীতে প্রথম স্থান অর্জন করেন। পরবর্তীতে তিনি যুক্তরাজ্যের স্ট্র্যাথক্লাইড বিশ্ববিদ্যালয়, গ্লাসগো থেকে ফাইটোকেমিস্ট্রিতে পিএইচডি ডিগ্রি লাভ করেন (১৯৮২), যেখানে তিনি কমনওয়েলথ স্কলারশিপপ্রাপ্ত ছিলেন। ১৯৭৮ সালের জানুয়ারিতে ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয়ের ফার্মেসি বিভাগে শিক্ষকতা জীবন শুরু করেন ড. হাসান। দীর্ঘ একাডেমিক জীবনে তিনি ১৯৯২ সালে অধ্যাপক পদে উন্নীত হন এবং বিভাগীয় চেয়ারম্যান হিসেবে দায়িত্ব পালন করেন। তিনি ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয়ের ফার্মেসি অনুষদের ডিন হিসেবেও দুই মেয়াদে (১৯৯৯-২০০৩) নির্বাচিত হন। একাডেমিক দায়িত্বের পাশাপাশি তিনি রাষ্ট্রীয় গুরুত্বপূর্ণ পদেও দায়িত্ব পালন করেছেন। ১৯৯৩ থেকে ১৯৯৭ সাল পর্যন্ত স্বাস্থ্য ও পরিবার কল্যাণ মন্ত্রণালয়ের ঔষধ প্রশাসনের পরিচালক হিসেবে দায়িত্ব পালন করেন। এছাড়া ২০০৫ থেকে ২০০৮ সাল পর্যন্ত বাংলাদেশ বৈজ্ঞানিক ও শিল্প গবেষণা পরিষদ (বিসিএসআইআর)-এর চেয়ারম্যান এবং ২০১২ থেকে ২০১৬ সাল পর্যন্ত মানারাত আন্তর্জাতিক বিশ্ববিদ্যালয়ের উপাচার্য ছিলেন। জাতীয় ঔষধ নীতি প্রণয়নে ড. চৌধুরী মাহমুদ হাসানের ভূমিকা বিশেষভাবে উল্লেখযোগ্য। বিশেষজ্ঞ কমিটির সদস্য হিসেবে তিনি ২০০৫ সালের জাতীয় ঔষধ নীতিতে এবং ঔষধ অধ্যাদেশে 'ভেষজ ঔষধ' অন্তর্ভুক্তির ক্ষেত্রে গুরুত্বপূর্ণ অবদান রাখেন। গবেষণাক্ষেত্রে তাঁর কাজ মূলত দেশীয় ঔষধি উদ্ভিদের রাসায়নিক ও জৈবিক বিশে-ষণের ওপর কেন্দ্রীভূত। স্পেকট্রোস্কোপিক কৌশল ব্যবহার করে যৌগ বিপাকীয় পদার্থের গঠন বিশ্লেষণে তিনি বিশেষ পারদর্শিতা অর্জন করেন। এ পর্যন্ত তিনি ১৪ জন পিএইচডি ও ৬৫ জনের বেশি এম. ফার্ম. শিক্ষার্থীর গবেষণা তত্ত্বাবধান করেছেন। আন্তর্জাতিক ও জাতীয় জার্নালে প্রকাশিত তাঁর গবেষণাপত্রের সংখ্যা ৩১৫টিরও বেশি। গুগল স্কলারে তাঁর গবেষণাকর্ম ৪,৮৪০ বারের বেশি উদ্ধৃত হয়েছে। বিশ্বের ২৫টিরও বেশি দেশে অনুষ্ঠিত আন্তর্জাতিক সেমিনার, সিম্পোজিয়াম ও কর্মশালায় তিনি চেয়ারম্যান, প্লেনারি বক্তা ও উপাচার্য হিসেবে অংশগ্রহণ করেছেন। গবেষণা ও শিক্ষায় অসামান্য অবদানের স্বীকৃতিস্বরূপ তিনি হাবিবুর রহমান স্বর্ণপদক (২০০৩), বাংলাদেশ বিজ্ঞান একাডেমি স্বর্ণপদক (২০০৬), চন্দ্রাবতী স্বর্ণপদক (২০০৭) এবং আইসা দীপঙ্কর স্বর্ণপদক (২০০৮) অর্জন করেন। তিনি আমেরিকান কেমিক্যাল সোসাইটি, আমেরিকান সোসাইটি অব ফার্মাকগনোসি, রয়েল সোসাইটি অব কেমিস্ট্রি এবং বাংলাদেশ একাডেমি অব সায়েন্সেসের ফেলো। ২০১৯ থেকে ২০২৫ সাল পর্যন্ত তিনি বাংলাদেশ একাডেমি অব সায়েন্সেসের সহ-সভাপতির দায়িত্ব পালন করছেন। অধ্যাপক ড. চৌধুরী মাহমুদ হাসান বাংলাদেশের ফার্মাসিউটিক্যাল বিজ্ঞান ও গবেষণায় এক অনন্য পথপ্রদর্শক হিসেবে সুপরিচিত। বিজ্ঞপ্তি

মানবকণ্ঠ

ঢাবিতে একদিনেই মেয়েদের হলে বিনামূল্যে টিকা নিলেন ৬০০ শিক্ষার্থী

ঢাবি প্রতিনিধি

ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয় কেন্দ্রীয় ছাত্র সংসদের (ডাকসু) উদ্যোগে নির্বাচনী ইশতেহার বাস্তবায়নের অংশ হিসেবে মেয়েদের পাঁচটি হলে টিকাদান কর্মসূচির উদ্বোধন করা হয়েছে। শিক্ষার্থীদের স্বাস্থ্য সুরক্ষা নিশ্চিত করা এবং প্রতিরোধমূলক চিকিৎসাসেবাকে হল পর্যায়ে সহজলভ্য করার লক্ষ্যেই এই কর্মসূচি গ্রহণ করা হয়।

এরই ধারাবাহিকতায় গতকাল সোমবার কবি সুফিয়া কামাল হলে টিকাদান কর্মসূচি সফলভাবে অনুষ্ঠিত হয়েছে। সকাল ৯টা থেকে শুরু হয়ে বিকাল ৫টা পর্যন্ত চলা এ কার্যক্রমে কবি সুফিয়া কামাল হলের আবাসিক ও অনাবাসিক মিলিয়ে প্রায় ৬০০ শিক্ষার্থী টিকা গ্রহণ করেন। পর্যায়ক্রমে মেয়েদের আরও চারটি হলে একই ধরনের টিকাদান কর্মসূচি পরিচালনা করা হবে।

টিকা সেবা প্রদানের অংশ হিসেবে টিটেনাস, জরায়ুমুখ ক্যান্সার প্রতিরোধক এইচপিভি টিকা (যা বেসরকারি হাসপাতাল/ক্লিনিকে সাধারণত ২,৫০০ থেকে ৪,০০০ টাকা) টাইফয়েড টিকা (যার বেসরকারি মূল্য প্রায় ২,৫০০ টাকা) প্রদান করা হয়। এছাড়া বেসরকারি উদ্যোগে (ভ্যাটমুক্ত মূল্যে) প্রদান করা হয় হেপাটাইটিস-এ, হেপাটাইটিস-বি, ইনফ্লুয়েঞ্জা, নিউমোনিয়া এবং অন্যান্য প্রয়োজনীয় টিকা।

ডাকসু কার্যনির্বাহী সদস্য সাবিকুন্নাহার তামান্না বলেন, আমরা ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয়ের নারী শিক্ষার্থীদের স্বাস্থ্যসেবার অংশ হিসেবে ঢাকা দক্ষিণ সিটি কর্পোরেশনের সঙ্গে সমন্বয় করে বিনামূল্যের টিকাদান কর্মসূচির আয়োজন করেছি। আমাদের মূল উদ্দেশ্য হলো নারী শিক্ষার্থীদের শারীরিক স্বাস্থ্য সুরক্ষা নিশ্চিত করা এবং তাদের জন্য প্রয়োজনীয় প্রতিরোধমূলক স্বাস্থ্যসেবা সহজলভ্য করা।

তিনি আরও বলেন, শিক্ষার্থীদের ব্যাপক সাড়া দেখে আমরা বুঝতে পেরেছি, ভবিষ্যতে আরও বেশি শিক্ষার্থীর জন্য টিকা প্রদানের প্রয়োজন হবে। পাঁচটি হলের কার্যক্রম সম্পন্ন হওয়ার পর পুনরায় নির্দিষ্ট তারিখ ঘোষণা করা হবে, যাতে শিক্ষার্থীরা তাদের প্রয়োজন অনুযায়ী টিকা গ্রহণ করতে পারে।

সাবিকুন্নাহার তামান্না জানান, প্রয়োজনীয় কিছু টিকা সবার জন্য গ্রহণ করা অত্যন্ত জরুরি। বেসরকারিভাবে গ্রহণ করলে যেসব টিকার জন্য ২ থেকে ৩ হাজার টাকা পর্যন্ত খরচ হয়, সেগুলো সিটি করপোরেশনের সহযোগিতায় সম্পূর্ণ বিনামূল্যে প্রদানের উদ্যোগ নিয়েছে ডাকসু। আজ কবি সুফিয়া কামাল হলের আবাসিক ও অনাবাসিক সকল শিক্ষার্থীদের এ সেবা প্রদান করা হয়েছে। পর্যায়ক্রমে মেয়েদের সকল হলে এ সেবা পৌঁছানো হবে।

তিনি আরও জানান, শিক্ষার্থীদের মধ্যে টিকাদান বিষয়ে ইতিবাচক সাড়া লক্ষ্য করা গেছে। পুশিং চার্জ হিসেবে মাত্র ৩০ টাকা গ্রহণ করেছে। টিকা রোগপ্রতিরোধ ক্ষমতা বৃদ্ধি করে প্রাণঘাতী ও সংক্রামক রোগ থেকে সুরক্ষা দেয় এবং ব্যক্তিগত স্বাস্থ্য সুরক্ষার পাশাপাশি সামগ্রিক জনস্বাস্থ্য নিরাপত্তা নিশ্চিত করে। এর মাধ্যমে শিক্ষার্থী বোনদের স্বাস্থ্য সচেতনতা বাড়বে এবং দীর্ঘমেয়াদে একটি সুস্থ ও নিরাপদ ক্যাম্পাস গড়ে উঠবে। এ সময় উপস্থিত ছিলেন কবি সুফিয়া কামাল হল সংসদের সাংস্কৃতিক সম্পাদক তাহমিদা আকবর, কার্যনির্বাহী সদস্য নাফিসা সামিহা মাইশা, ফাহিমা শারমিন শাকি প্রমুখ।

Public Relations Office
University of Dhaka
Dhaka-1000, Bangladesh
Phone: 55167719
E-mail: publicrelations@du.ac.bd

জনসংযোগ অফিস
ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয়
ঢাকা- ১০০০, বাংলাদেশ
ফোন : ৫৫১৬৭৭১৯

২০ মাঘ ১৪৩২

DU in Media

03 February 2026

সময়ের আলো

আজ শুরু 'আমার ভাষার চলচ্চিত্র' উৎসব

আনন্দ সময় প্রতিবেদক

ভাষা আন্দোলনের চেতনা নিয়ে ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয়ের টিএসসিতে আজ থেকে শুরু হচ্ছে 'আমার ভাষার চলচ্চিত্র' শীর্ষক উৎসব। ছয় দিনব্যাপী এ চলচ্চিত্র উৎসব শেষ হবে ৮ ফেব্রুয়ারি। ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয় চলচ্চিত্র সংসদ আয়োজিত এই উৎসবে ২০টি পূর্ণদৈর্ঘ্য ও ৩টি স্বল্পদৈর্ঘ্য চলচ্চিত্র প্রদর্শিত হবে।

প্রথম দিন সন্ধ্যা সাড়ে ৬টায় আহমেদ হাসান সানির 'এখানে রাজনৈতিক আলাপ জরুরি' দিয়ে শুরু হবে উৎসব। দ্বিতীয় দিনে সকাল ১০টায় দেখা যাবে সুনীল বন্দ্যোপাধ্যায়ের 'দেয়া নেয়া', দুপুর সাড়ে ১২টায় আলমগীর কবীরের 'সূর্যকন্যা', বেলা সাড়ে ৩টায় শরাফ আহমেদ জীবনের 'চক্কর ৩০২' এবং সন্ধ্যা সাড়ে ৬টায় রায়হান রাফীর 'তাণ্ডব'।



তৃতীয় দিনে সকাল ১০টায় সালাউদ্দিন পরিচালিত 'রূপবান', দুপুর সাড়ে ১২টায় সাদিক আহমেদের 'দ্য লাস্ট ঠাকুর', বেলা সাড়ে ৩টায় শিপলু আর খানের 'জয়া আর শারমিন' এবং সন্ধ্যা সাড়ে ৬টায় প্রদর্শিত হবে মনিরুল হকের 'ইউনিভার্সিটি অব চানখারপুল'।

চতুর্থ দিন সকাল ১০টায় প্রদর্শিত হবে হারুনুর রশিদ পরিচালিত 'মেঘের অনেক রঙ', দুপুর সাড়ে ১২টায় 'বেদের মেয়ে জোসনা', বেলা সাড়ে ৩টায় মিঠু খান পরিচালিত 'নীলচক্র' এবং সন্ধ্যা সাড়ে ৬টায় কামার আহমাদ সাইমনের 'অন্যদিন'। পঞ্চম দিনে প্রদর্শিত হবে তপন সিনহার 'হারমোনিয়াম', তারেক মাসুদের 'মুক্তির গান', সানী সানোয়ারের 'এশা মার্ডার' ও তানিম নূরের 'উৎসব'।

আয়োজনের শেষ দিন প্রদর্শিত হবে বেলাল আহমেদ পরিচালিত 'নয়নের আলো', এরপর কাজী হায়াতের 'ধর'। সাড়ে ৩টায় প্রদর্শিত হবে তিনটি স্বল্পদৈর্ঘ্য চলচ্চিত্র–মাহফুজ সরকারের 'মায়া : দ্য নেম উই কল', আহসানুল ইয়ামিনের 'জন্ম থেকে জ্বলছি' ও উদ্ভিদ আশরাফের 'ধ্যাৎ'। উৎসবের সমাপনী চলচ্চিত্র হিসেবে প্রদর্শিত হবে কলকাতার জয়ব্রত দাশের 'দ্য অ্যাকাডেমি অব ফাইন আর্টস'।

সমকাল



'এখানে রাজনৈতিক আলাপ জরুরি' সিনেমার দৃশ্য

টিএসসিতে 'আমার ভাষার চলচ্চিত্র' উৎসব শুরু আজ

আনন্দ প্রতিদিন প্রতিবেদক

ভাষা আন্দোলনের চেতনাকে সামনে রেখে ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয়ের ছাত্র-শিক্ষক কেন্দ্র (টিএসসি)-তে আজ ৩ ফেব্রুয়ারি শুরু হচ্ছে ছয় দিনব্যাপী চলচ্চিত্র উৎসব 'আমার ভাষার চলচ্চিত্র'।

ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয় চলচ্চিত্র সংসদের আয়োজনে আগামী ৪ ফেব্রুয়ারি পর্যন্ত চলবে এ উৎসব। এবার মোট ২৩টি চলচ্চিত্র প্রদর্শিত হবে। এর মধ্যে রয়েছে ২০টি পূর্ণদৈর্ঘ্য ও ৩টি স্বল্পদৈর্ঘ্য সিনেমা। আজ সন্ধ্যা ৬টা ৩০ মিনিটে আহমেদ হাসান সানির পরিচালিত 'এখানে রাজনৈতিক আলাপ জরুরি' প্রদর্শনের মধ্য দিয়ে উৎসবের আনুষ্ঠানিক সূচনা হবে। আগামীকাল ৪ ফেব্রুয়ারি উৎসবের দ্বিতীয় দিনে চারটি চলচ্চিত্র প্রদর্শিত হবে। সকাল ১০টায় 'দেয়া নেয়া', দুপুর সাড়ে ১২টায় 'সূর্যকন্যা', বিকেল ৩টা ৩০ মিনিটে 'চক্কর ৩০২' এবং সন্ধ্যা ৬টা ৩০ মিনিটে 'তাণ্ডব' দেখানো হবে। ৫ ফেব্রুয়ারি তৃতীয় দিনের সূচনা হবে 'রূপবান' দিয়ে। এরপর পর্যায়ক্রমে প্রদর্শিত হবে 'দ্য লাস্ট ঠাকুর', 'জয়া আর শারমিন' এবং 'ইউনিভার্সিটি অব চানখারপুল'। চলচ্চিত্রটির নির্মাতা আকাশ হক।

চতুর্থ দিনে দর্শকরা দেখতে পাবেন হারুনুর রশিদের 'মেঘের অনেক রঙ', বাংলা চলচ্চিত্রের ব্যবসাসফল ছবি 'বেদের মেয়ে জোসনা', মিঠু খানের 'নীলচক্র' ও কামার আহমাদ সাইমনের 'অন্যদিন'। ৭ ফেব্রুয়ারি পঞ্চম দিনে প্রদর্শিত হবে তপন সিনহার 'হারমোনিয়াম', তারেক মাসুদের প্রামাণ্যচিত্র 'মুক্তির গান', সানী সানোয়ারের 'এশা মার্ডার' এবং গত বছর আলোচিত তানিম নূরের 'উৎসব'।

উৎসবের শেষ দিনে প্রদর্শিত হবে বেলাল আহমেদের 'নয়নের আলো' ও কাজী হায়াতের 'ধর'। বিকেল সাড়ে ৩টায় দেখানো হবে তিনটি স্বল্পদৈর্ঘ্য চলচ্চিত্র–'মায়া : দ্য নেম উই কল', 'জন্ম থেকে জ্বলছি' ও 'ধ্যাৎ'। সমাপনী প্রদর্শনী হিসেবে থাকছে কলকাতার নির্মাতা জয়ব্রত দাশের 'দ্য অ্যাকাডেমি অব ফাইন আর্টস'।